তারিখ ... 18 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কৃষি ভার্সিটিতে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ২৪ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড □ ৩ জনকে বহিষ্কার

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ), ১৭ অক্টোবর (সংবাদদাতা) ঃ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে ছাত্রলীগের তিনজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে। এছাড়া সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকাসহ বিভিন্ন অভিযোগে ছাত্রলীগের আরও ১০ জন এবং ছাত্রদলের ১১ জনের বিরুদ্ধে হল থেকে বহিষ্কারসহ নানা ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ শনিবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে এবং অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে।

শুক্রবার ঢাকায় মনিপুরীপাড়াস্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অতিথি ভবনে ভিসি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ হোসেনের সভাপতিত্বে গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক বৈঠকে সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং অন্যান্য অভিযোগে মোট ২৪ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে এসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছাত্র প্রহারের কারণে ছাত্রলীগের মিজানুর রহমান দোলন, আব্দুল বাতেন ও কৃষি অনুষদ ছাত্র সমিতির সাহিত্য সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন কবির পায়াসকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক শিক্ষাবর্ষের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এই ঘটনায় সহায়তার জন্য ছাত্রলীগের এমরান হোসেন, জাহিদ হোসেন ও সিদ্ধার্থ সংকর বুটনকে দু'বছরের জন্য আবাসিক হল থেকে বহিষ্কারসহ পাঁচশ' টাকা 'জরিমানা ও সতর্কীকরণ করা হয়। এছাড়া ১৯৯৬ সালের ৯ নভেম্বর ক্যাম্পাসের কামাল-রনজিত মার্কেটে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য ছাত্রদলের রেজাউল করিম হাসু, খালিদ, রফিক, আসলাম, তৌহিদুল ইসলাম, মিজানুল করিম লিটন ও মেহেদী হাসানকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি নিষিদ্ধ করা এবং ছাত্রদলের খসরুজ্জামান ও রাজুকে দু'বছরের জন্য হল থেকে বহিষ্কার ও স্নাতক পাস করার পর স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজে বাধাদান ও হল প্রভোস্টের সঙ্গে খারাপ আচরণের জন্য ছাত্রলীগের মোকাম্মেল হক রুবেলকে হল থেকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি নিষিদ্ধ এবং ছাত্র প্রহারের কারণে ছাত্রলীগের সৈয়দ মাস্যাদুল হাসান আকিক, মজনু মিয়া, আজিজুল হক, মেহেদী ও বিপ্লব হোসেন সবুজকে পাঁচশ' টাকা জরিমানা ও সতর্কীকরণ নোটিশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উন্নয়নমূলক কাজে বাধাদানের জন্য ছাত্রলীগের হিমালয় সাহাকেও একই শাস্তি প্রদান করা হয়। দু'বার ভাংচুর ও আইন-শৃংখলা ভঙ্গের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি হাসান জাফির তুহিন ও বর্তমান আহ্বায়ক রেজাউল করিম হাসুকে দেড় হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। এছাড়া শিক্ষকের বাসায় হামলা ও ক্যাম্পাসে এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে ছাত্রলীগের ডাঃ আজিজুল হককে (চাকরিরত) এমএস শ্রেণীতে ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া দৈনিক জনকণ্ঠের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা সাজ্জাদ হোসেনকে 'ভুল সংবাদ' পরিবেশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে সতর্কীকরণ নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এদিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির এক জরুরি সভায় দৈনিক জনকণ্ঠের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ও সাংবাদিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেনকে সতর্কীকরণ নোটিশ প্রদান করায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভায় সতর্কীকরণ নোটিশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব সংবাদ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।